হামাগুড়ি

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অ নু ষ্ঠা ন

জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের

২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের

ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

অনুষ্ঠান

তারিখ

১০

জানুয়ারি ২০১৬

রবিবার

সকাল ১০.০০টা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায়

অধ্যাপক ডা: এম.এ ওয়াকিল

অধ্যক্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

সহযোগিতায়

ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন খান	মোঃ হাবিবুল্লাহ
ডাঃ আনোয়ার আক্তার খাতুন	রাকিবুল হাসান
ডা: এ.বি.এম মাকছুদুল হক	খালিদ মাহমুদ
ডা: সৈয়দা আঞ্জুমান নাসরিন	নিয়ামুল ইসলাম রিফাত
ডা: মোঃ মোস্তাক হোসেন	সেলিম বাবু
ডা: মোঃ জাকির হোসেন	রিয়াদ মাহমুদ
ডা: মোঃ ফসিউর রহমান	তানজিনা আক্তার
ডা: মোঃ রাফিকুল বারী	হাবিবা ইয়াসমিন
ডাঃ মোঃ জিন্নুর রাইন	মামুনুর রশিদ
ডা: আঃ আলীম	তাসনিম মাহবুব
ডা: মোহাম্মদ সাইফুল আমীন	নুরেশ মাকসুদ নিশাত
ডাঃ শুভাগতা আদিত্য	তানজিম মাহমুদ
ডাঃ নওশীন রুবাইয়াৎ	নাজমুর রহমান রাসেল
ডাঃ রবিন ফয়সাল	সাবরিনা তাবাস্‌সুম
ডাঃ ইশরাত জাহান কাঁকন	ইমরান হাসান মনি

ডিজাইন ও প্রিন্ট

ইস্পাহানী ডিজিটাল প্রিন্টার্স

পর্ণা প্লাজা, জামালপুর। ০১৭১২-৭২০৭৮০

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভেচ্ছা
নবীন বরণ
তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

CamScanner

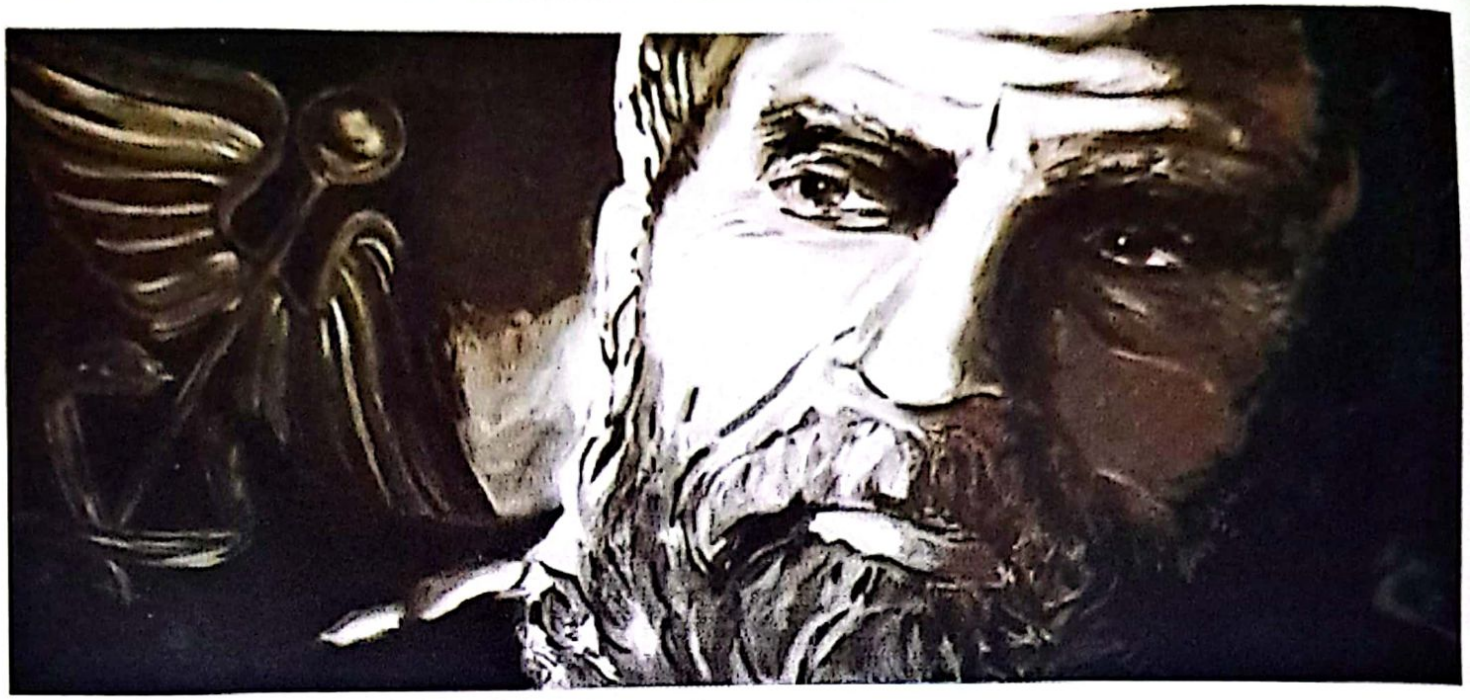

The Declaration of Geneva, as currently published by the WMA reads:

At the time of being admitted as a member of the medical profession:

- I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity;
- I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due;
- I will practice my profession with conscience and dignity;
- The health of my patient will be my first consideration;
- I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
- I will maintain by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;
- My colleagues will be my sisters and brothers;
- I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other facto to intervene between my duty and my patient;
- I will maintain the utmost respect for human life;
- I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;
- I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerl September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান

তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

বাণী

মির্জা আজম, এম পি
প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে "হামাগুড়ি" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। জাতির পিতা সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। আমাদের সরকার জাতির পিতার দর্শন অনুযায়ী জনগণের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং করে চলেছে। তৃণমূলে প্রান্তিক জনপদে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তিনস্তর ভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা গড়ে তুলা হয়েছে। গ্রামে-গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করে। রাজশাহী ও চট্রগ্রামে আরও দু'টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ নিয়ে দেশে ৩টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাচ্ছে যা আওয়ামী লীগ সরকারেরই অবদান। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ২০০৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৪২টি নতুন মেডিকেল কলেজ, ১৯টি ডেন্টাল কলেজ, ৩৭টি নার্সিং কলেজ, ২২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৭১টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং ৫৪টি হেলথ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ব্যাপকভাবে আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১২হাজার ৭২৮জন সহকারী সার্জন এবং ১১৮ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। আরও ১০হাজার নতুন নার্সের পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে। দেশে নতুন নতুন বিশেষায়িত ও সাধারণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাসপাতালসমূহে ১০হাজার ৬৬২টি নতুন শয্যা যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিকভাবে পুরষ্কৃত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতসহ এমডিজি'র প্রতিটি খাতে বর্তমান সরকার ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আশা করি জাতিসংঘ গৃহীত এমডিজি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

আমি আশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজ স্বাস্থ্য খাতে আরও উন্নয়নে এবং এ অঞ্চলের জনগণের উন্নত চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। অত্র মেডিকেল কলেজকে একটি সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

"হামাগুড়ি" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম, এম পি

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

বাণী

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা) এম পি
সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যাবস্থার সংকট মোকাবেলায় সরকার তার সীমিত সাধ্য ও সম্পদ দিয়ে যথা সম্ভব কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় নূন্যতম খরচে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশী কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, জেলা/ উপজেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও বিশেষায়িত সেবা বৃদ্ধি, নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ/ নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করেছে।

সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সার্বিক সফলতার ফল হিসেবে বাংলাদেশ 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ৪ ও ৫' অর্জনের পথে এগিয়ে গিয়েছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ এমডিজি-৪ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত "রূপকল্প -২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে বদ্ধ পরিকর।

আমি আশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে ধারণ করে সর্বোচ্চ দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের অর্জিত শিক্ষা, সততা, কর্মদক্ষতা ও মেধা দিয়ে দেশ-জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে এবং বিশ্ব সভায় বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আমি "হামাগুঁড়ি" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা)

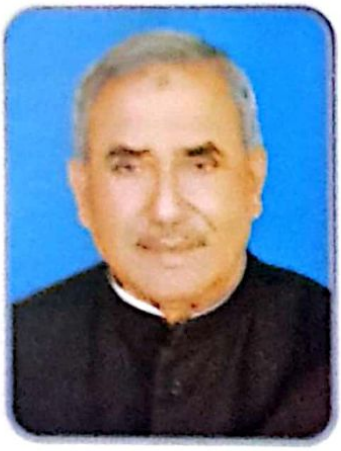

বাণী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এম পি
সাবেক তথ্য মন্ত্রী ও সভাপতি
পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ "হামাগুড়ি" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান সরকারও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দেশে আরও দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারনে টিকা দান কর্মসূচী ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। দেশে কয়েক হাজার চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগসহ নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে উন্নীতকরে দেশে নারীর মর্যাদা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বেপরি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক চিকিৎসা সেবা চালুর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা আজ মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে এমডিজি (MDG) লক্ষ্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ আগামীতে যোগ্য ডাক্তার হয়ে বের হয়ে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জাতির পিতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে পেশাদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের রূপকল্প "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নে নিজেদেরকে আরও নিবেদিত করবে।

আমি "হামাগুড়ি" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শুভউদ্বোধন
ও
নবীন বরণ

তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

বাণী

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল
সংসদ সদস্য, জামালপুর-০২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ "হামাগুড়ি" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এনে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। গড়তে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় এক অপ্রতিরোদ্ধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ, এরই মধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। স্বপ্ন এখন আরো এগিয়ে যাবার।

অশিক্ষা, দারিদ্র, অধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বাংলাদেশ যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমিয়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি (MDG) অর্জনে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। লক্ষ্য এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে এগিয়ে যাবে। চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ/ নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চিকিৎসক ও নার্স সংখ্যা বৃদ্ধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো ২টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, জেলা, উপজেলায় হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও বিশেষায়িত সেবা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি কমিউনিটি ক্লিনিক করে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে বের হয়ে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্বাস্থ্যসেবায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে উচ্চ মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে।

"হামাগুড়ি" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল

CamScanner

বাণী

মাহ্‌জাবীন খালেদ মোশাররফ (বেবী)
মহিলা সংসদ সদস্য
সংরক্ষিত মহিলা আসন, জামালপুর
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে ''হামাগুড়ি'' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। সরকার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নূন্যতম খরচে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্টাফ নিয়োগ দিয়েছে। দেশে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, জেলা, উপজেলা হাসপাতাল সমূহে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ আরও ২টি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক বিভিন্ন বাস্তব ধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ, নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক পরীক্ষা- বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা "রূপকল্প-২০২১" ঘোষনা করেছে। এই "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মানে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর।

আমি আশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ভালোবাসা দিয়ে জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আমি ''হামাগুড়ি'' শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

মাহ্‌জাবীন খালেদ মোশাররফ (বেবী)

CamScanner

বাণী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান আগামী ১০ জানুয়ারি/২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে ''হামাগুড়ি" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আরো আনন্দিত হয়েছি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রগতি আজ বিশ্ব দরবারে প্রসংশিত। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। নবজাতক, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। টিকাদান কর্মসূচিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশের বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুষ্টিহীনতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে উল্লেখিত খাতে যথেষ্ঠ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকার দেশে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরও ২টি নতুন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়া নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলছে।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। আমি আশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ নিজেদেরকে আদর্শ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তি ও বিশ্বমান অর্জনের লক্ষ্যে দৃঢ় মনোবল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ এগিয়ে যাবে- এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান
তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

বাণী

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
জেলা প্রশাসক
জামালপুর।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি ২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষে "হামাগুড়ি" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলছে। তন্মধ্যে জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহের উন্নয়ন ও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন, আরও দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাজার হাজার চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে উন্নীতকরণ ইত্যাদি বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক চালুর মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া, টিকাদান কর্মসূচীর ব্যাপক বিস্তার এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের মাধ্যমে এমডিজি-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। যার জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত।

আমি বিশ্বাস করি, জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীতে দেশের যোগ্যতম ডাক্তার হয়ে গড়ে উঠবে এবং এ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে জাতির পিতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে এ দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখবে।

আমি "হামাগুড়ি" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

CamScanner

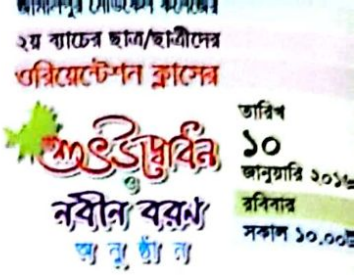

বাণী

মোঃ নিজাম উদ্দীন
পুলিশ সুপার
জামালপুর।

অবকাঠামোগত কায়দায় আমাদের দেশের সবাই হয়তো নাগরিক জীবনের নিশ্চয়তা পায়নি, কিন্তু যাপিত জীবনের অন্য সব অধিকার এর মত শরীরী ও মনোজাগতিক সুস্থতার অধিকার রাষ্ট্র সবাইকে সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রদান করেছে। সামাজিক চুক্তি যখন কালক্রমে রাষ্ট্র নামক অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান এর জন্ম দেয়, তখন থেকে সবার সুস্থতার ভার রাষ্ট্র কাঁধে নিয়েছে। জামালপুর মেডিকেল কলেজ এর প্রতিষ্ঠা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নের একটি অংশ। জামালপুর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ২য় ব্যাচের ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদের যারা পুলিশের মতই ব্যস্ত ও মহৎ পেশায় যোগদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু করতে যাচ্ছে ঐতিহাসিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ১০ জানুয়ারি ২০১৬' তে অনুষ্ঠিতব্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাস এর মধ্য দিয়ে। ভাব আর বোধে সীমান্ত ছোঁয়া শুভ কামনা থাকল স্মরণিকা "হামাগুড়ি"র প্রতি।

শরীরী চৈতন্যে ভাটা পরলে মানুষ ব্যাধিগ্রস্থ হয়। মনো চৈতন্যে ভাটা পরলে মানুষ অপরাধগ্রস্ত হয়। এই অনুপাতটা ব্যস্তনুপাতিক। সুতরাং আমি আনন্দে উদ্বেলিত এই জন্য যে, নতুন ছাত্র/ছাত্রীরা একদিন চিকিৎসক হয়ে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে যা প্রকারান্তরে স্থিতিশীল ও অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলছি, চিকিৎসক দেবত্ব লাভ করে যথাযথ চিকিৎসা নিবেদন এর মধ্য দিয়ে। পুনরাবৃত্তি নিরর্থক, চিকিৎসা পেশা মহত্তম কারণ ইহাতে জড়াগ্রস্ত মানুষ আরোগ্য লাভ করে। ভৌত যোগ্যতা ছাপিয়ে রাসায়নিক যোগ্যতা আমলে নিয়ে বলতে হয় মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। তাই জীবনানন্দের এই টাইট্রেশন প্রক্রিয়ার আজকের নবীন স্বপ্নবাজ ছাত্র/ছাত্রীরা একদিন গুণী চিকিৎসক হয়ে দরিদ্র হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করবে এই প্রত্যাশা রইল।

মোঃ নিজাম উদ্দীন

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ
তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

বাণী

ডাঃ মোঃ মোশায়ের-উল-ইসলাম
সিভিল সার্জন
জামালপুর

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালসহ পরিবারের যাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শহীদ হয়েছেন। গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতার উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ৩০লক্ষ শহীদের প্রতি যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করতে পেরেছি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ, নতুন পদসৃষ্টি, দক্ষতা, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে চিকিৎসকদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান হয়। বর্তমান সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং এমডিজি অর্জনসহ সামাজিক, মানবিক খাতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেনের ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ সূচক অর্জন করেছে। দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা, খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃতুর হার কমিয়ে আনা প্রভৃতি সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে থাকা, শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এই সব সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার জন্য।

আমি আশাকরি এই উদ্বোধনী ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আগামীতে চিকিৎসক হয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মানবতা বোধ, মনুষ্যত্ব ও সততার সাথে চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। ভবিষ্যতে তোমাদের ব্যবহারের কারনে কোন রোগী যেন বিদেশ না যায় এবং দেশেও কোন ভোগান্তির শিকার না হয় এই কামনা করি। তোমাদের যে কোন মূল্যেই ঐক্যবদ্ধ থেকে মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে হবে। তা হলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সত্যিকারের বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিনত হবে।

আমি "হামাগুড়ি" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ মোশায়ের-উল-ইসলাম

CamScanner

অধ্যক্ষের বক্তব্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল
অধ্যক্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও
প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
নির্মাণ প্রকল্প, জামালপুর।

মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ, সুধীবৃন্দ ও গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম। যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, জামালপুর মেডিকেল কলেজে ২য় ব্যাচে ভর্তিকৃত প্রাণপ্রিয় ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট যারা কিছু অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস ঘাতক হিংস্র হায়েনার হাতে শহীদ হয়েছেন। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহীদ মা-বোন ও ভাইকে যাদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছে।

জামালপুর বাসীর প্রাণের দাবী জামালপুরে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। জামালপুরের উন্নয়নের কারিগর, জামালপুর বাসীর অহংকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এম.পি, সাবেক সফল ভূমি মন্ত্রী জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা এম.পি এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের মাননীয় মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় জামালপুর মেডিকেল কলেজ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁদেরকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই জামালপুরের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, অত্র জেলার কৃতি সন্তান জামালপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মোশায়ের-উল-ইসলাম ও সাবেক সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান এবং জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি যারা অত্র মেডিকেল কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সদা সর্বদা তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে যাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে প্রথম বর্ষ শেষ করে ২য় বর্ষে পা দিচ্ছে জামালপুর মেডিকেল কলেজ। শিক্ষা উপকরনের অপর্যাপ্ততা, অস্থায়ী ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মত সুপরিসর স্থানের অভাব ইত্যাদি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একঝাঁক তরুন মেধাবী ও উদ্যোমি শিক্ষক মন্ডলী অক্লান্ত পরিশ্রম করে অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তাঁদের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা পেয়ে এ কলেজের মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ যখন চিকিৎসক হয়ে এ দেশের দুঃখী মানুষের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত হবে, তখন এই মহান শিক্ষকদের মন নিশ্চয়ই আনন্দে ভরে উঠবে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলীকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আমি শুভেচ্ছা জানাই প্রথম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের যারা অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খল ভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার জনগনের স্বাস্থ্য সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, জেলা, উপজেলা সমূহে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ আরোও দুইটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধিসহ সরকার নানা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্বাস্থ্যসেবায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে উচ্চ মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে **"হামাগুড়ি"** শীর্ষক স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। মূল্যবান বাণী দিয়ে যারা স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জামালপুর মেডিকেল কলেজের প্রধান সহকারী জনাব মোঃ আবু হান্নান, মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ও প্রথম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ যারা **"হামাগুড়ি"** শীর্ষক স্মরণিকাটি প্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। একটি সুন্দর ও নির্ভুল স্মরণিকা প্রকাশে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও যদি কোন ভুল ভ্রান্তি ও অসংগতি থেকে থাকে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আশা করছি।

মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ, সুধীবৃন্দ ও গর্বিত অভিভাবকবৃন্দসহ অন্যান্য সকলকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অধ্যাপক ডাঃ এম. এ. ওয়াকিল

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

অধ্যাপক ডাঃ এম. এ.ওয়াকিল
অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান
ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: মোঃ রুহুল আমীন খান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ

ডা: আনোয়ারা আক্তার খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: আঃ আলীম
সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
এনাটমী বিভাগ

ডা: মোঃ আব্দুল বাতেন
জু: কনসালটেন্ট (সার্জারী) ও
অনারারী শিক্ষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: এ.বি.এম মাকছুদুল হক
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ

ডা: সৈয়দা আঞ্জুমান নাসরিন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডা: মোঃ মোস্তাক হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ জাকির হোসেন
সহকারি অধ্যাপক
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ ফসিউর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ

ডা: মোঃ রাফিকুল বারী
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ

ডা: মোঃ জিন্নুর রাইন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চক্ষু বিভাগ

জামালপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

ডা: মুহাম্মদ সাইফুল আমীন
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: লুৎফুন নাহার লিপি
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: সুভাগতা আদিত্য
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: ইশরাত জাহান কাঁকন
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডা: রবিন ফয়সাল
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডা: নওশীন রুবাইয়াৎ
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: জোবাইদুল হক
প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ

জামালপুর মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ আবু হান্নান
প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবঃ)

মোঃ রাজিবুল হাসান
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুল আজিজ
গাড়িচালক

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

নুজহাত ফারিয়া
পিতা: মৃত- হাজী কবির উদ্দিন
মাতা: সেলিনা আক্তার
জেলা : মৌলভী বাজার

নাহিদা সুলতানা
পিতা: মোঃ নুরুজ্জামান
মাতা: শ্রেবিনা বেগম
জেলা : নীলফামারী

সাবরিনা তাবাস্‌সুম
পিতা: মোঃ মুজিবুর রহমান
মাতা: সালেহা মুজিব
জেলা : গাজীপুর

পিংগলা তাহিতি
পিতা: ইব্রাহিম অলমগীর
মাতা: সামছুন নাহার
জেলা : নওগাঁ

প্রিয়াংকা রানী মজুমদার
পিতা: লক্ষী নারায়ণ মজুমদার
মাতা: আরতি রানী বালা
জেলা : কুমিল্লা

মোছাঃ ফৌজিয়া ফারহানা
পিতা: মোঃ ফজলার রহমান
মাতা: আঞ্জুমনেয়ারা বেগম
জেলা : বগুড়া

দিগন্তময় সরকার
পিতা: কুমুদ রঞ্জন সরকার
মাতা: দীপালি রানী সরকার
জেলা : বগুড়া

মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা
পিতা: আশরাফ আলী
মাতা: আজিজা সুলতানা
জেলা : নিলফামারী

বদরুদ্দোজা
পিতা: আব্দুস ছালাম
মাতা: লুৎফন নাহার
জেলা : ময়মনসিংহ

মামুন পারভেজ
পিতা: মোঃ মিলন পারভেজ
মাতা: মাহমুদা পারভীন
জেলা : শেরপুর

তানজিনা আক্তার
পিতা: আব্দুল হাসিব
মাতা: সালমা বেগম
জেলা : সিলেট

মোঃ রতন আহমেদ
পিতা: মোঃ মকছেদ আলী
মাতা: রোকেয়া বেগম
জেলা : কুড়িগ্রাম

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

নাজমুর রহমান
পিতা: ছায়েদুর রহমান
মাতা: মাহুতোলা
জেলা : নোয়াখালী

রাহেলা আক্তার মুক্তি
পিতা: মজিবুর রহমান
মাতা: কহিনুর আক্তার
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হাবিবা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আব্দুল হালিম
মাতা: গোলরায়হানা বেগম
জেলা : শেরপুর

মোঃ নিয়ামুল ইসলাম রিফাত
পিতা: মৃত নজরুল ইসলাম
মাতা: মনজুয়ারা বেগম
জেলা : কুমিল্লা

মোঃ আশরাফ হোসেন
পিতা: মোঃ আজিজুল হক
মাতা: জামেসা বেগম
জেলা : জামালপুর

গোলাম হোসেন
পিতা: জালাল উদ্দিন
মাতা: সাকেরা বেগম
জেলা : কিশোরগঞ্জ

মাহমুদা জামান
পিতা: সুরুজ্জামান
মাতা: মেরিনা জামান
জেলা : জামালপুর

মামুনুর রশিদ
পিতা: মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
মাতা: মর্ত্য ভানু
জেলা : শেরপুর

মোঃ তানভীর দাউদ
পিতা: মোঃ আমির হামজা
মাতা: পপি হামজা
জেলা : রংপুর

সাদিয়া আফরিন জ্যোতি
পিতা: ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: আসমা আলম
জেলা : জামালপুর

তানিয়া ফেরদৌস
পিতা: মৃত আব্দুল হালিম
মাতা: মরিয়ম বেগম
জেলা : জামালপুর

প্রভা রানী দেব
পিতা: প্রণব দেব
মাতা: মিতা দেব
জেলা : ঢাকা

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

নাজিমা আক্তার বিউটি
পিতা: মোঃ জামাল উদ্দিন
মাতা: মনোয়ারা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

নুসরাত জাহান নওরীন
পিতা: মোঃ নূরনবী
মাতা: নাজমা বেগম
জেলা : জামালপুর

মোঃ সেলিম বাবু
পিতা: আব্দুরাক আলী
মাতা: লাইলী বেগম
জেলা : রংপুর

মোঃ তানজিম মাহমুদ
পিতা: মোঃ আব্দুল্লাহ
মাতা: তাসকিন আরা
জেলা : যশোর

সালেহীন মুস্তারী
পিতা: ফখরুল ইসলাম
মাতা: পারভীন ইসলাম
জেলা : কুমিল্লা

সাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ আব্দুর রহমান
মাতা: মাহমুদা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

মিনার আক্তার
পিতা: মোহাম্মদ নাজের
মাতা: নূর নাহার বেগম
জেলা : চট্টগ্রাম

অদিতি চৌধুরী
পিতা: বিশ্বজিৎ চৌধুরী
মাতা: রিংকু চৌধুরী
জেলা : চট্টগ্রাম

ফারহানা বিনতে কামরুল
পিতা: মোহাম্মদ কামরুল হক
মাতা: হামিদা খানম
জেলা : চট্টগ্রাম

আফরোজা আফরিন আরিফা
পিতা: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
মাতা: রেহেনা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

নাফিসা খান অরনি
পিতা: সেলিম আসলাম খান
মাতা: নার্গিস আসলাম
জেলা : পাবনা

আব্দুল্লাহ আল সাইমুন
পিতা: মোঃ এনামুল হক
মাতা: শিরীন আক্তার
জেলা : কুমিল্লা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ

তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

তাহিয়া তাফসিয়া মুনমুন
পিতা: এ.বি.এম দেলোয়ার হোসেন খান
মাতা: ফারহানা আক্তার হ্যাপী
জেলা : ঢাকা

তাবাস্‌সুম ইসলাম
পিতা: নজরুল ইসলাম
মাতা: শাহিদা পারভীন
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রাকিবুল হাসান
পিতা: হাবিবুর রহমান
মাতা: রোকেয়া হাবিব
জেলা : কুড়িগ্রাম

ইমরান হাসান মনি
পিতা: মোতালেব হোসেন
মাতা: মাজেদা বেগম
জেলা : গাজীপুর

মোঃ এজবার আলী
পিতা: মৃত আব্দুস ছবুর
মাতা: আম্বিয়া বেগম
জেলা : সিরাজগঞ্জ

মোঃ রিয়াদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ নাজির হোসেন আকন্দ
মাতা: রওশন আরা বেগম
জেলা : গাইবান্ধা

মোঃ হাবিবুল্লাহ
পিতা: মোঃ আইয়ুব আলী
মাতা: মালেকা বেগম
জেলা : ময়মনসিংহ

সাদেক হোসেন আকন্দ
পিতা: আক্তার উদ্দিন আকন্দ
মাতা: মোছা: খুদেজা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

খালেদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ মজনু মিয়া
জেলা : জামালপুর

মাহবুবা আক্তার
পিতা: মোঃ মকবুল হোসাইন
জেলা : শেরপুর

আহমেদ শামসুজ্জাহান
পিতা: মনির আহমেদ
জেলা : ঢাকা

নুরেশ মাকসুদ নিশাত
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
জেলা : লালমনিরহাট

তাসনিম মাহবুব
পিতা: মাহবুব-উল-ফারুক
জেলা : কুষ্টিয়া

তাসনিম সুলতান
পিতা: মহরম আলী
জেলা : কুমিল্লা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

নাছরুল্লাহ রাফি
পিতা: ফারুক আহমেদ
মাতা: নাসরিন সুলতানা
জামালপুর সদর, জামালপুর

সিমাব আল নাঈম
পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম
মাতা: নাজমা বেগম
উপজেলা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর

মোন্তাসির বিল্লাহ
পিতা: মোঃ আব্দুল মোতালেব
মাতা: বেগম দিলরুবা লাকী
উপজেলা: বকশীগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

রাফি জান্নাত পলিন
পিতা: এসএম আব্দুল লতিফ
মাতা: মেহেরা আক্তার
জেলা : নেত্রকোনা

জেসমিন সুলতানা
পিতা: মোঃ রহমত উল্লাহ
মাতা: বেগম হাসনা হেনা
জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মোঃ নাজমুল হক
পিতা: মোঃ শামছুল হুদা
মাতা: মাহফুজা বেগম
উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ

আকলিমা আক্তার
পিতা: মোঃ আকরাম হোসেন
মাতা: হাসিনা বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

ঋতুপর্ণা মল্লিক
পিতা: নীহার রঞ্জন মল্লিক
মাতা: প্রমিলা মল্লিক
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মোছাঃ সোনালী আক্তার
পিতা: এস.এম খুরশীদ আনোয়ার
মাতা: রুমি আক্তার
উপজেলা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া

জান্নাত আরা মিলি
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান
মাতা: আনোয়ারা বেগম
উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও

ফাউজিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাতা: বিলকিস আক্তার
উপজেলা: সরিষাবাড়ি, জেলা: জামালপুর

তৌহিদ রহমান শিশির
পিতা: হাফিজুর রহমান
মাতা: আমেনা রহমান
সদর, নারায়ণগঞ্জ

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

মোঃ ফখরুল আবেদীন
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রিতা আক্তার
উপজেলা: আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

শরীফা আক্তার
পিতা: মোঃ তালেব হোসেন
মাতা: আরেশা হোসেন
উপজেলা ও জেলা: ময়মনসিংহ

রোকসানা আক্তার
পিতা: মোঃ মিছির উদ্দিন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

মোঃ রায়হান উদ্দিন
পিতা: মোঃ সহিদুল হক
মাতা: মর্জিনা বেগম
উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

সালাহ উদ্দিন
পিতা: মোঃ আবুল বাশার
মাতা: শিউলী আক্তার
সেনবাগ, নোয়াখালী

দেবলীনা সাহা লগ্ন
পিতা: আশিস কুমার সাহা
মাতা: বিউটি রানী সাহা
জেলা: ময়মনসিংহ

মিশিতা দেবনাথ মৌ
পিতা: স্বপন কুমার দেবনাথ
মাতা: করুনা রানী দেবনাথ
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মাহমুদুল হাসান মিঠুন
পিতা: মোঃ মজিবুর রহমান
মাতা: মরিয়ম বেগম
উপজেলা: নকলা, জেলা: শেরপুর

জান্নাত আরা জুঁই
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

নাহিদ হাসান ভূইয়া
পিতা: মোঃ শাহজাহান ভূইয়া
মাতা: নুরুন্নাহার বেগম
উপজেলা: কসবা, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

তাসনিম হাসান
পিতা: জাহাঙ্গীর হাসান
মাতা: সাইফুন নাহার
উপজেলা: দেওয়ানগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

মোছাঃ সাদিয়া মেহেজাবিন মিয়া
পিতা: সরোয়ার হোসেন
মাতা: মাহমুদা আক্তার লাকী
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

মোঃ আব্দুল কাদির হিজল
পিতা: মোঃ মজিবর রহমান
মাতা: রওশন আরা বেগম
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

সানজিদা শহিদ মীম
পিতা: মোঃ শহিদুল্লাহ
মাতা: মনি শহিদ
নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ

মোঃ মাহমুদুন্নবী সুমন
পিতা: মোঃ সামসুল আলম
মাতা: মাহমুদা নাছরীন
উপজেলা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ

মেহরীন সেলিম অর্পা
পিতা: মোহাম্মদ সেলিম
মাতা: রোকেয়া সেলিম
উত্তরা, ঢাকা

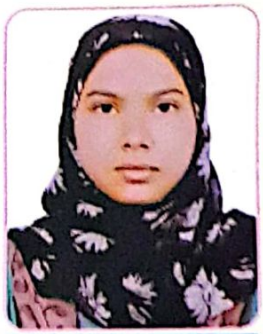

তাসলিমা আক্তার লুনা
পিতা: আব্দুল আজিজ
মাতা: লুৎফুন্নাহার
কালিহাতি, টাঙ্গাইল

মোঃ সাফিন মোর্শেদ
পিতা: মোঃ মাজহারুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ গুলশান আরা বেগম
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

শামীমা নাজনীন
পিতা: শহিদুল ইসলাম
মাতা: জেসমিন কাজল
উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

অসীম নন্দী শৈলী
পিতা: ডা: অসীম কুমার নন্দী
মাতা: শেলী রানী সরকার
ময়মনমিসংহ সদর, ময়মনসিংহ

মালিহা শামস মৌমিতা
পিতা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
মাতা: হোসনে আরা বেগম
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

মার্জিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ আঃ ওয়াদুদ
মাতা: মোছাঃ হাফিজা আক্তার
জামালপুর সদর, জামালপুর

আবু রায়হান শোভন
পিতা: মোঃ হযরত আলী
মাতা: মোছাঃ শাহনাজ বেগম
টঙ্গী, গাজীপুর

মোঃ মেহেদী হাসান
পিতা: মোঃ আসলাম আলী
মাতা: মোকসেদা খাতুন
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ

তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
পিতাঃ মোঃ মোক্তার হোসেন
মাতাঃ ময়না বেগম
পাবনা সদর, পাবনা

মোঃ ইব্রাহীম
পিতাঃ নাছির উদ্দিন
মাতাঃ রেহেনা বেগম
জামালপুর সদর, জামালপুর

ফাতেমা-তুজ জহুরা
পিতাঃ মোঃ মুখলেছুর রহমান
মাতাঃ আঞ্জুমা রহমান
উপজেলাঃ পূর্বধলা, জেলাঃ নেত্রকোনা

সিলভী সাঈদ সুপ্তি
পিতাঃ মোঃ আবু সাঈদ
মাতাঃ খালেদা আক্তার
উপজেলাঃ শ্রীনগর, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ

তামান্না ইসলাম ইভা
পিতাঃ এস,এম রবিউল ইসলাম
মাতাঃ হাছিনা আক্তার
টাঙ্গাইল

ফাতেমা-তুজ জহুরা ঝিনুক
পিতাঃ মোঃ ফুলজের আলী
মাতাঃ নিলুফার ইয়াসমিন
শেরপুর সদর, শেরপুর

মোঃ ইবতিজা হক ওসমানী
পিতাঃ এড. মোঃ মোজাম্মেল হক
মাতাঃ ইশরাত শাহীন
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

মোঃ তুষার আহমেদ
পিতাঃ আনোয়ার হোসেন
মাতাঃ শাকী পারভীন
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ

এ.বি.এম তৌফিক হাসান
পিতাঃ মোজাম্মেল হক
মাতাঃ আরেফা খাতুন
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

নিহারিন সুমাইয়া
পিতাঃ মোঃ আলমগীর
মাতাঃ আয়েশা বেগম
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মাহিয়াৎ তাসনিম
পিতাঃ মোঃ জাকির হোসেন
মাতাঃ ডালিয়া সুলতানা
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ

নওশীন তারান্নাম মমতা
মোঃ মনিরুজ্জামান
মোঃ আল রিফাত
খালিদ হাসান

একান্নবর্তী জেপিএমসি

সাবরিনা তাবাসসুম
রোল: ০৩, ২য় বর্ষ

আবার সেই পথচলা, পাড়ি দিলাম সদ্য আমার
শূন্য থেকে শুরু করে চলবে এবার নবীনরা।
নতুন মুখ আশা আজ তোমাদের নবীন বরণ
আর আগে জেনে নাও জেপিএমসি' র প্রথম ব্যাচের বিতরণ
নুজহাতের খুঁনসুটি দেখে মিষ্টি হাসে নীলা,
দুই মেরুর দুই বাসিন্দা সাবরিনা আর পিংগলা।
চঞ্চলতার মাত্রা ছাড়ায় ছোট্ট বাবু প্রিয়াংকা,
ধমক দিয়ে চুপ করায় এটেনটিভ ফৌজিয়া।
ছবি আঁকায় সবার সেরা দিগন্তময় সরকার,
এসব দেখে টেনশন বেড়ে যায় হাসিখুশি আশার
জীবন নিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেয়, উজ্জ্বলকে রাসেল, আর
তা নিয়ে মাথার ব্যথা নেই পারভেজ, রতন বা তানজিনার
হাবিবার আবৃত্তি শুনে, গানে সুর তোলে মুক্তি
রিফাত চোখে চশমা পড়ে, মুক্তা খোঁজে যুক্তি।
আশরাফ, ইমরান বন্ধু ভালো
মামুন সরল সোজা...
জ্যোতি, তুষ্টি গল্প করে
বিষয় যায় না বোঝা
প্রভা, বিউটি রিডিং পার্টনার... একসাথে সারাদিন
মাঝে মাঝে যোগ দেয়... মিস জামালপুর নওরীন।
তানভীর থাকে নিজের তালে, সেলিম বাবু অদ্ভুত।
সহজ রেখে কঠিন বোঝে, নাম রিয়াদ মাহমুদ।
হাবিব বিশ্বাসী একতাতে, আরিফা মিষ্টতার ভান্ডার....
সুন্দর পাথর-অরনী হলে, সুপার ফাস্ট এজবার
সাইমুন স্বভাবে চুপচাপ বটে
সুকেশিনী-আমাদের সালেহীন মুস্তারী
রাকিব ভালো বক্তা আর
তাহিয়ার কণ্ঠ মিষ্টি ভারী
সাদেক হোসেন লাজুক ছেলে, স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মিনার
অদিতি হলো বজ্রকণ্ঠী, মনি দক্ষ ফটোগ্রাফার
ফারহানার কেয়ারিং, এলিনের এডভাইজ
এরা সবাই একেকজন জেপিএমসি'র সারপ্রাইজ
অভিনয়ে জুড়ি নেই পাঁচমিশালী সাহিদার
নানা মুনির নানা মত, তবু তানজীম মোদের প্রিয় সবার
হেল্পফুল হ্যান্ড খালেদ মাহমুদ
মায়াবতী বলা যায় মনিরাকে
রিদমকে নিয়ে বলবো কি আর
সেতো অন্য দুনিয়ায় থাকে.....
শিল্পের ছোঁয়ায় ঘর সাজায় নিশাত আর ঐশী.....
একান্নবর্তীকে পূর্ণ করে তাসনীম সুইটি।

প্যারাময় মেডিকেল

নাজমুর রহমান (রাসেল)
রোল: ১৩, ২য় বর্ষ

পড়বি তুই মেডিকেলে?
আছিস তুই কোন তালে?
পড়ে যাবি যাতাকলে
মরবি তুই বেঘোরে
পারবি না বাড়ি যেতে
পড়ে রইবি হোস্টেলে
বইবি শুধু বইয়ের বোঝা
তবুও খাবি স্যারের বকা
পড়ে যাবি ডিপ্রেশনে
থাকবি শুধু টেনশনে
পারবিনা হাসতে মন খুলে
পড়ে রইবি ভবের ঘোরে
কেন পড়বি মেডিকেল?
ডাক্তার হইবি যেদিনে
করবি সেবা মানুষের
পাবি স্বর্গ সুখ এই মনে।

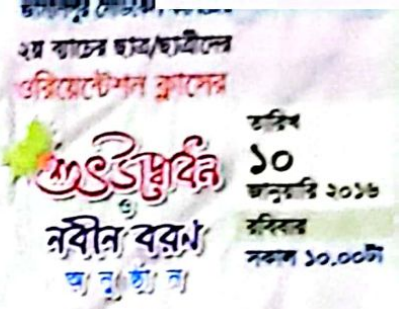

পুরনো মা

নুরেশ মাকসুদ নিশাত
রোল: ৪৯, ২য় বর্ষ

কীরে খুকি দূরে কেন, আয় রে মায়ের কাছে
তোর সব রাগ ভাঙ্গিয়ে দেব, জাদুর কাঠি আছে

চুলগুলো সব এলো কেন, আয় করে দি বেনী
গাল ফুলিয়ে রাগ করেছে আমার ছোট্ট মণি।

পায়েস রেঁধে বসে আছি, আয় মুখে দেই তুলে
এত্তো আদর দেব তোকে, সব যে যাবি ভূলে
ছোট্ট খুকি তো নেই, বড় হয়ে গেছে।

আর তো খুকি শুনতে চায়না ঘুম পাড়ানি গান
সারাদিন তার কত্ত যে কাজ, ব্যস্ত সে দিনমান

খুকি এখন ইয়াং লেডি, হাতে নেই সময়
মায়ের জন্য কষ্টে 'টাইম ম্যানেজ' করতে হয়।

সারাটি মাস বসে থাকি খুকির ফোনের আশায়
ব্যস্ত মেয়ে মাঝে মাঝে তাও যে ভূলে যায়
একদিন তাকে ফোনে বলি 'পায়েস খাবি মা'
পায়েসে তো অনেক ফ্যাট, ডায়েট হবে না।
আমার খুকি মা হয়েছে, আমি যে, গ্রান্ড মা
আমার ছোট দাদু ভাইরা আমায় চেনে না
পাঁচটি বছর আগে ওদের দেখেছি শেষবার
এখন শুধু বুকের ভেতর শূন্য হাহাকার
আমার সবই হারিয়ে গেছে ভেতর টা খুব ফাঁকা
তবুও বলি ভালই আছি, আছি না হয় একা
ভাবিনি আমার ছোট্ট খুকিটা এভাবে হারিয়ে যাবে
বুঝিনি আমারই হৃদ স্পন্দন আমার অচেনা হবে
সাঁঝের আঁধারে সূর্যটা ডোবে, আমি কেন ডুবিনা
মেয়েরা হয়তো বড় হয়ে যায়, বুড়ো হয় না মা
তোর তো এখন সবই আছে, আমার তুই ছাড়া কিছু নেই
মনের মাঝে তোর মুখটা আঁকাবুকি কাটবেই
পুরনো মানুষ গুলোকে ছুঁড়ে ফেলা যায় না।
নতুন তোরা খুব ভাল থাক, ইতি তোর পুরনো মা।

Life

Shahida Akter Sony
M.B.B.S. 2nd Year

Life is Precious
Don't Throw it away
Life is a hope
That makes you wanna live more
As everyday is passing
Our life is becoming short
With everyday going
We are getting close to death
we get life
Only one time
So don't waste it an
Sorrow and False Pride
Live each moment like it's your last
Don't let it get away. no matter what
Do Something for the world
So Something for the Country
Treasure every relation that
You made on the path of life

CamScanner

২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভাগমন ও নবীন বরণ
তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

ম্যাগাজিন

সাহিদা আক্তার সনি
রোল : ৪৫, ২য় বর্ষ

হঠাৎ দেখি পড়ে গেছে
লেখালেখির ধুম,
কী লিখব ভাবছি শুধু
নেইকো চোখে ঘুম।
সকাল বেলা শুরু যে হয়
কলেজ যাবার পালা
কলেজে সারাক্ষণ
পড়াশোনার জ্বালা
দুপুর দুইটায় হোস্টেলে ফিরি
ব্যস্ত সময় শেষ,
সকাল বেলা বাড়তি ক্লাস
সময় কাটে বেশ।
সন্ধ্যা হলে পড়তে বসি
নেইকো কোন ভুল
কখন লিখি কি যে লিখি
ভেবে না পাই কূল।
ভেবে ভেবে চোখের পাতায়
নেমে আসে ঘুম
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি
কাব্য লেখার ধুম।
সকাল বেলা উঠে দেখি
সকাল যে আর নাই,
তৈরী হবার হুড়োহুড়ি
কলেজ ছুটে যাই।

মেডিকেল তুমি

তানজিম মাহমুদ
রোল: ৪৪, ২য় বর্ষ

মেডিকেল তুমি
চোখে স্বপ্ন নিয়ে নতুন সম্ভাবনা
মেডিকেল তুমি
এপ্রণ পরে ডাক্তার হওয়ার ভাবনা
মেডিকেল তুমি
নতুনভাবে প্যারাময় জীবনের সূচনা
মেডিকেল তুমি
সারাটি দিন বইয়ের যন্ত্রনা

মেডিকেল তুমি
ফিজিওলজীর ফাংশন আর রেগুলেশন
মেডিকেল তুমি
বায়োকেমিস্ট্রির মেটাবলিক রিঅ্যাকশন
মেডিকেল তুমি
হিস্টোলজীর হিজিবিজি চিত্রাঙ্কন
মেডিকেল তুমি
এনাটমীর দুর্বোধ্য চরন
মেডিকেল তুমি
প্রতিনিয়ত আইটেমের টেনশন
মেডিকেল তুমি
পরীক্ষার আগে নির্ঘুম রাত্রিযাপন
মেডিকেল তুমি
সাপ্লি আর পেন্ডিং এর জ্বালাতন
মেডিকেল তুমি
পাঁচ বছরে চার কিয়ামতের আগমন
মেডিকেল তুমি
অবসর ভুলে সময়কে খাঁটি করা
মেডিকেল তুমি
নিজের ইচ্ছাশক্তিকে চাপামাটি দেয়া
মেডিকেল তুমি
বই আর ওয়ার্ডকে চিরসঙ্গী করা
মেডিকেল তুমি
আফসোস করে জীবনকে এগিয়ে নেয়া

আমরা নবীনের দল

তানভীর দাউদ
রোল : ২৬, ২য় বর্ষ

আমরা নবীনের দল
গড়বো মোদের বল
দেখাবো না কোনো ছল
করবো যুগকে বদল!!

আমরা নবীনের দল
ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল
হবে না কোনো টলমল
পৃথিবী হবে আমাদের ঝলমল!

আমরা নবীনের দল
হব না কাউকে দ্বারা পরিহাস
আমরা লিখব নতুন ইতিহাস!!
আমরা নবীনের দল
ভয় করিনা কোনো পরাজয়
আমরা ছিনিয়ে আনব বিজয়!!
আমরা নবীনের দল

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভউদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান
তারিখ
১০
জানুয়ারি ২০
রবিবার
সকাল ১০.০

কৌতুক

ছেলে ও মায়ের মধ্যে কথোপকথন

ছেলে : আম্মু আমার চশমাটা কোথায়?
মা : ঘুমোতে যাওয়ার সময় চশমা দিয়ে কী করবি?
ছেলে : রাতে অনেক স্বপ্ন দেখি, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পাইনা, তাই।

প্রিয়াংকা মজুমদার
রোল-০৫, ২য় বর্ষ

দুই মশার মধ্যে কথোপকথন

১ম মশা : আচ্ছা আমরা নোংরা পানিতে ডিম পাড়ি কেন?
২য় মশা : পরিষ্কার-ভালো পানিতে ডিম পাড়লে যদি মানুষ খেয়ে নেয় তাই।

প্রিয়াংকা মজুমদার
রোল-০৫, ২য় বর্ষ

বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন

বাবা : এটা কেমন ম্যাচ এনেছিস? একটা কাঠিও তো জ্বলে না?
ছেলে : কী বলছ বাবা, প্রত্যেকটা কাঠি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে চেক করে আনলাম।

ফৌজিয়া ফারহানা
রোল-০৬, ২য় বর্ষ

বাবা : তুমি পরীক্ষায় কী রেজাল্ট করেছ?
ছেলে : বাবা আমি জিপিএ ৫ পেয়েছি।
বাবা : এর মানে কি?
ছেলে : G= Golla, P= paichi, A= Ami, 5= 5 Subject এ
[আমি ৫ বিষয়ে গোল্লা (০) পাইছি]

অদিতি চৌধুরী
রোল-৪১, ২য় বর্ষ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন

স্বামী : বুঝলে, তোমার বানানো কেকটা খুবই সুন্দর হয়েছে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের সূত্র তার বেলায় ঘটছে না।
স্ত্রী : কেন?
স্বামী : না মানে...... গলা দিয়ে যতই নামানোর চেষ্টা করছি কিছুতেই নিচে নামছে না।

নাহিদা সুলতানা নীলা
রোল-০২, ২য় বর্ষ

হাতুড়ে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথোপকথন

ডাক্তার : আমি দুঃখিত, আপনার ডান কানটা কেটে ফেলতে হবে
রোগী : তা হলে তো আমি অন্ধ হয়ে যাব ডাক্তার সাহেব।
ডাক্তার : সেকি আমি তো আপনার চোখ অপারেশন করছি না।
রোগী : তাহলে আমি আমার চশমার ডাটি দুটো কোথায় আটকাবো?

খালেদ মাহমুদ
রোল-৪৬, ২য় বর্ষ

CamScanner

একজন মেডিকেল Student এর আত্মকথা

আফরিন আরিফা
রোল : ৩১, ২য় বর্ষ

আমরা Medical Students, যারা আছি তারা প্রায় সবাই পড়াশোনা করি না বলে Sir দের কাছে বকা খাই। কিন্তু স্যাররা এটা বুঝে না আমরা কত কষ্ট করে সময় বের করে পড়াশোনা করি, এই দেখুন না
এক বছরে ৩৬৫ দিন

১। যদি আমরা গড়ে প্রতিদিন ৬ ঘন্টা ঘুমাই তাহলে ৩৬৫ দিনে মোট ২১৯০ ঘন্টা= প্রায় ৯২ দিন, আর বাকি থাকে ৩৬৫-৯২=২৭৩ দিন।

২। তিন বার খাওয়া দাওয়া যদি দেড় ঘন্টা সময় নষ্ট হয়। তাহলে ৩৬৫ দিনে মোট সময় ব্যয় হয়=৪৭৪ ঘন্টা=২০দিন, বাকি থাকে ২৭৩-২০=২৫৩ দিন।

৩। বর্তমান যুগে অন্যান্য Medical Students দের সাথেও যোগাযোগ রাখতে হয়। আর তার অন্যতম মাধ্যম হল Facebook. যদি প্রতিদিন গড়ে ২ ঘন্টা সময় FB তে কাটানো হয়। বাকি থাকে ২২২ দিন।

৪। এখানে সবাই হলে থেকে পড়াশোনা করি। আমার মতে প্রতি মাসে গড়ে ৩দিন বাসায় যদি কাটাই তাহলে মোট ৩ X ১২=৩৬ দিন, বাসায় কাটানোয়। আমার বাসায় গিয়ে পড়াশোনা মহাপাপ। তার মানে আরো ৩৬টি দিন নষ্ট, বাকি থাকে ১৮৬ দিন।

৫। ঈদ, পূজা, পার্বনে সবার সাথে সময় কাটানোর জন্য অবশ্যই ছুটি চাই। তা অবশ্যই Minimum এক থেকে দেড় মাস, যদি তা ৪৫ দিন হয় তাহলে বাকি থাকে ১৮৬-৪৫=১৪১ দিন।

৬। আবার বছরে Friday থাকে (২০১৫) তে ৫৩ দিন, আর Friday তে পড়া একেবারেই নিষেধ। যদি কেউ পড়ে তাহলে অন্যদের দায়িত্ব তাকে পড়া থেকে উঠানো। আর এভাবে নষ্ট হয় ৫৩ দিন। বাকি থাকে ১৪১-৫৩=৮৮ দিন।

৭। কলেজের অনেক Programme ও Classmate দের Birthday তে যদি Minimum ১৫-২০ দিন সময় নষ্ট হয় তাহলে আর বাকি থাকে ৮৮-২০=৬৮ দিন।

৮। এখানে আমাদের মার্কেট কেনাকাটা সব আমাদেরই করতে হয়। মাসে ২৪ ঘন্টা করে time ব্যয় করলে বছরে মোট ১২ দিন ব্যয় হয়। বাকি থাকে ৬৮-১২=৫৮ দিন।

৯। গোসল করতে প্রতিদিন এক ঘন্টা (শীতে আরো বেশী) করে ব্যয় করলে বছরে ৩৬০ ঘন্টা, মোট ১৫ দিন বাকি থাকে ৫৮-১৫=৪৩ দিন।

১০। নামাজ পড়তে ও পূজোতে মোট time ব্যয় হয় প্রায় আড়াই ঘন্টা। মাসে ৬৩ ঘন্টা, বছরে ৮২৮ ঘন্টা=৩৫ দিন বাকি থাকে ৪৩-৩৫=৮ দিন।

১১। দূরে থাকি mobile এ সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। এভাবে প্রতিদিন Mobile এ আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করলে বছরে ৭ দিন চলে যায় বাকি থাকে ১ দিন।

১২। অর্থাৎ পড়াশোনা করার জন্য সময় পাই বছরে মাত্র একদিন, ওহ!! ভুলেই গেছি ঐ একদিন তো Birthday, তাও আবার নিজের Birthday!!! Birthday তে পড়া impossible।

এত কিছু ঝামেলার মধ্যেও আমরা পড়ালেখা করি, ভালো Result করি (কখনো বা খারাপ), ভালো ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখি। কারণ আমরা অনেক ভালো যদিও স্যার ম্যাডামরা সবাই এটা বুঝে না,
হায়রে!!!

CamScanner

জীবন এবং স্বপ্ন

মোঃ এজবার আলী
রোল : ৩৩, ২য় বর্ষ

মাঝে মাঝে কেন জানি প্রচন্ড ভয় হত। বুকের বাম পাশটায় চিন চিন ব্যথা অনুভব হত। কোন সাজানো স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়। অথবা স্বপ্নকে ধরতে গিয়ে মাঝপথে বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয়। ছোটবেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতাম। নিজের পৃথিবীটাকে অপূর্ব সুন্দরভাবে সাজানোর দূর্লভ কল্পনাশক্তি ছিল আমার। সুদুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাল লাগত আমার। কখনও এত বড় স্বপ্ন দেখতাম না আমি। তবে হ্যাঁ মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার, চিরজীবন তাদের মধ্যে অমর হয়ে থাকার স্বপ্ন দেখতাম আমি। মাঝে মধ্যেই আমি ভাবতে পারি না, আমার মনের কোণে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সেই স্বপ্নকে আমি ধরতে পেরেছি। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে আজ স্বপ্ন পূরণের পথে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি। অপরের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মহারথে আমি দন্ডায়মান। আজ আমি মানব সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, ডাক্তারী পেশার অদূর ভবিষ্যতের ডাক্তার। নির্ঘুম রাতে, স্বপ্নের পরিসীমায় দেখতে পাই, বেদনার্ত মানুষের আহাজারি, বুকফাঁটা চিৎকার। কিছু চাপা কান্নার শব্দ মাঝে মধ্যেই আমাকে স্তব্ধ করে দেয়। মাঝে মধ্যেই আমার স্বপ্নরা আমাকে তাড়া করে। বারবার বলে হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকা অসুস্থ মানুষের বেঁচে থাকার কাঁকুতি মিনতি শুনতে। হয়তোবা স্বপ্ন পূরণের পথে তাদের মুমূর্ষ চিৎকার আমার প্রেরণাশক্তি। আমার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। তাই মাঝে মধ্যে তাদের কান্নার শব্দ শুনতে যাই। নিজেকে ভেঙ্গেচুরে আবার নতুন করে সাজিয়ে নেই এসব মরনাপন্ন মানুষের চিৎকার শুনে। একজন বিধবা মায়ের সন্তান হারানোর গগনবিদারী চিৎকার কিছুক্ষণের জন্য হৃদস্পন্দন থামিয়ে দেয়। পুরো শরীরটা ক্ষণিকের জন্য শিথীল হয়ে যায়। বোঝা হয়ে যায় আমার চাঞ্চল্যময় জীবনের র্দুদম্য ভাষাগুলো। মনের কোণে তীব্র ইচ্ছা জাগে মায়ের চিৎকার, হাহাকার মিটিয়ে দিতে। আনাচে কানাচে পড়ে থাকা অবহেলিত, পীড়িত মানুষগুলোর মুখে একটু হাসি ফোটানোর তীব্র বাসনা জাগে।

অদ্ভুত নেশা জাগে, একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিতে। একজন বৃদ্ধ মায়ের মুখের হাসি দেখার খুব ইচ্ছে আমার। বোনের চোখের অশ্রুতে অব্যক্ত ভালবাসার, বর্ণনাতীত সুখের ছোঁয়া দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে করে হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে থাকা অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার স্বর্গসুখ পেতে। একজন বোবা মানুষের চোখের জলে ফুটে ওঠা অদ্ভুত ভালবাসার সাক্ষী হতে।

জানি আমি পারব এবং আমরাই পারি। ধর্ম,বর্ণ, গোত্র সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দেয়ার মহানায়ক আমরাই। আমরাই পারি পীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। আমরাই পারি আনন্দশ্রুতে ভালবাসা, মমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে। আমরা ডাক্তার সমাজ। শত শত নির্ঘুম রাত্রিযাপন করার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমরা। না খেয়ে অসুস্থ মায়ের পাশে দাড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়ার মত দুঃসাধ্য কাজ আমরাই করতে পারি। সবকিছুকে ছাঁপিয়ে অপরের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়াতেই আমাদের জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও আমার মনের আঙ্গিনায় বাজাতে চাই সেই চিরচেনা সুর

"Live and let live"

CamScanner

২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান
তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০১৬
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

মৃত্যুর দুয়ারে

তানজিনা আক্তার
রোল : ১১, ২য় বর্ষ

চারদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করছে। নির্জন, নিস্তব্ধ পথ দিয়ে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাটছি। জীবনের গল্প প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মনে করার চেষ্টা করছি। আশ্চর্য কিছুই মনে করতে পারছি না। মৃত্যুর দুয়ারে এসে স্মৃতিশক্তিও চলে যাচ্ছে।

এতদিন ধরে একটা অস্তিত্ব আমার ভেতরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল আর আমি একবারও বুঝলাম না। আস্তে আস্তে মেডিকেলীয় আইটেম, কার্ড, যাবতীয় পরীক্ষা থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি নিচ্ছি। দুনিয়াবী পরীক্ষার পেছনে আর কত ছুটব। এবার না হয় পরকালের কথা চিন্তা করি।

ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে রাতে খুব একটা ঘুম হয় না। ঘুমালেই দেখতে পাই সাদা কাপড় পড়ে অন্ধকার একটা টানেল এর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পথ হারিয়ে সেখান থেকে আর ফিরতে পারছি না। ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রচুর কান্নাকাটি করি। তখন চোখে ভেসে উঠে মা আমার পাশে বসে কাঁদছে। হয়তো আমার মৃত্যুর পর এভাবেই লাশের পাশে বসে কান্না করবেন।

এখন আর সাদা এপ্রণ গায়ে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখিনা। সাদা কাফনে কল্পনা করি।

"মেধাবী মেডিকেল ছাত্র সজীবকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন" শিরোনামে আমার বন্ধুরা ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে। রোগের বিশদ বিবরণ, চিকিৎসার খরচ সবকিছু তুলে ধরে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসার টাকা যোগাড় করতে ওরা দিনরাত পরিশ্রম করছে। কেন জানি মনে হয় তোদের সামনে আমি একটা বিজয়ী হাসি নিয়ে কোনোদিন দাড়াতে পারব না। মৃত্যুকে জয় করার সাধ্য আমার নেই। আমার একটা অদ্ভুত রকমের অভ্যাস ছিল, মৃত মানুষের আইডি নিয়ে ঘাটাঘাটি করার। ওয়ালে ঘুরে সব পোস্ট পড়তাম আর মানুষটার কথা কল্পনা করে আফসোস করতাম। অলৌকিকভাবে আমার আইডিটাও খুব তাড়াতাড়ি মৃত স্বীকৃতি পাবে।

আমি জানি, মারা যাওয়ার পর মা টেবিল, বিছানা, কাপড় চোপড় সবকিছুতে আমার অস্তিত্ব খুজে বেড়াবেন। জানো মা অনেক বাঁচতে ইচ্ছে করে। যখন তোমার হাসি হাসি মুখ বাবার নিষ্পাপ সরল মুখ ভেসে উঠে তখন মনে হয় মৃত্যুকে যদি ধোকা দিতে পারতাম। ক্যান্সার রোগীরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আশায় বুক বাধে। ভাবে হয়তো কোনো মিরাকেল ঘটবে। অলৌকিকভাবে সে বেঁচে যাবে। আমিও তার ব্যতিক্রম না।

আজকাল অনেক কল্পনা করি। যদি নাটক, সিনেমা, উপন্যাসের কাহিনীর মতো কোনো মিরাকেল ঘটতো। যদি সুস্থ হয়ে যেতাম, বেঁচে থাকতাম। যদি সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যেতো। সেই এপ্রণ, সেই স্টেথো গলায় ঝুলত। আবার ফিরতে পারতাম সেই ওটি রুমে, যেখানে অসংখ্য মৃত্যুর স্বাক্ষী ছিলাম আমি।

নাহ তা আর হবে না। মৃত্যুপূরী হাসপাতালে আমিও একদিন মৃতের মিছিলে যোগ দিব। দিন শেষে পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের মতো টুপ করে ডুব দিব।

দুনিয়াবি সব আসক্তি থেকে মুক্তি পাব। হারিয়ে যাব অন্ধকার সেই টানেলে, যেখান থেকে আর ফিরতে পারবো না।

CamScanner

তথ্য বিচিত্রা

নাহিদা সুলতানা নীলা
২য় বর্ষ, রোল-০২

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
২য় বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের
শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান
তারিখ
১০
জানুয়ারি
রবিবার
সকাল ১০.০০টা

- পৃথিবীর সকল পিপড়াঁর ওজন সকল মানুষের ওজনের চেয়ে বেশি
- সাঁতার আর ঘুম এই দুই কাজ একই সাথে করতে পারে ডলফিন
- হৃদপিন্ড ১,৩০,৬৮০ বার স্পন্দিত হয়
- সকালের তুলনায় সন্ধ্যায় উচ্চতা ১ সে.মি.হ্রাস পায়
- মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের নখ দ্রুত বাড়ে
- জন্মের প্রথম বছরে একটি মানব শিশুর মুখ থেকে প্রায় ১৪৬ লিটারের সম পরিমাণ লালা বের হয়
- "স্পাইডার" নামক এক কাঁকড়ার পাকস্থলি পায়ে থাকে
- মানুষের চোখ ১ কোটি রং সনাক্ত করতে পারে
- বিড়ালের জিহ্বা মিষ্টি স্বাদ সনাক্ত করতে পারে না
- অট্টহাসিতে মানুষের ওজন কমে

কিছু কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য

- একটা ইঁদুর পানি না খেয়ে একটা উটের চেয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে
- মানুষ হাসলে ১৭টি মাংসপেশী সংকুচিত হয় আর ভ্রু কুঁচকালে ৪৩টি মাংসপেশী ব্যবহার হয়
- মানুষের দেহের মোট তাপের শতকরা ৮০ ভাগ বের হয় মাথা দিয়ে
- সারা জীবনে মানুষের দেহ থেকে ১৯ কেজি চামড়া খসে পড়ে
- একজন ব্যক্তিকে কৃষ্ণগহরের মধ্যে ফেলে দিলে সে মায়ের মতো এক ধরনের খাবারে পরিণত হয়

CamScanner

ফ্রেমে আঁটা স্মৃতি

বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে "বাংলা নববর্ষ ১৪২২" এর কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন
সাবেক ভূমিমন্ত্রী জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা এমপি এবং
অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এ ওয়াকিল

নববর্ষের র‍্যালীতে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি,
জেলা প্রশাসক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মোশায়েদ-উল-ইসলাম
এবং অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এ ওয়াকিল

বর্ষবরণ ১৪২২ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

১৫ আগস্ট/২০১৫ জাতীয় শোক দিবস এর র‍্যালিতে
অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এ ওয়াকিল স্যার এর সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

বিজয় দিবস/ ২০১৫ তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
অধ্যক্ষ মহোদয় এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিজয় দিবস/২০১৫ এর কার্যক্রম
উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এ ওয়াকিল এবং শিক্ষকবৃন্দ

CS CamScanner

ফ্রেমে আঁটা স্মৃতি

বিজয় দিবস/২০১৫ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন ডাঃ শুভাগতা আদিত্য এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিজয় দিবসের র‍্যালিতে অধ্যক্ষ ডা: এম.এ ওয়াকিল স্যারের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

ল্যাবরেটরীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

জামালপুর মেডিকেল কলেজে প্রদত্ত গাড়ীর চাবি অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করছেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি

মাসিক প্রীতিভোজে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে ১ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সাথে ১ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

CamScanner